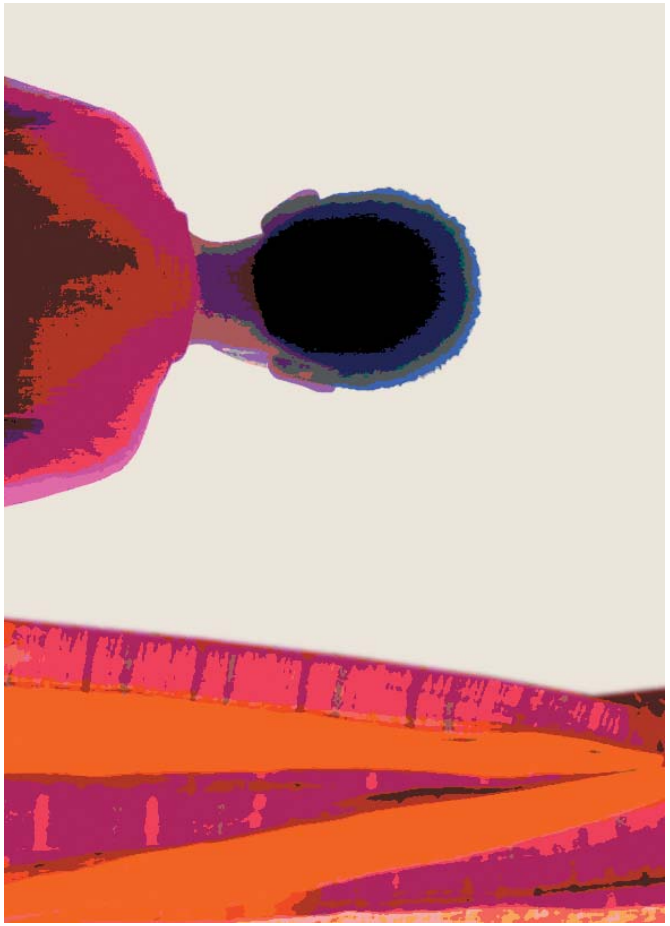

†m wj bv †nv ‡m b

গল্পটা শেষ হয়না

নিটু জানতো সেদিনের বিকেলটা ওর জন্য একটু অন্যরকমই হবে। ও পড়ার ঘরের জানালায় দাঁড়িয়ে আকাশে কমলা রঙের মেঘ দেখতে পাবে।

আকাশে চাঁদ থাকবে।

সূর্যর বদলে চাঁদের আলোয় পৃথিবী হালকা আলোয় তলিয়ে থাকবে। সূর্য না থাকার জন্য কোথাও অন্ধকার থাকবে না।

কমলা রঙের মেঘ থেকে ভীষণ সুন্দর উজ্জ্বল সবুজ বৃষ্টি নামবে। বৃষ্টিতে পথঘাটে ভেসে যাবে আর সেই ভেসে যাওয়া পথে ও কালো বেড়ালটার সঙ্গে ভীষণ মজা করে মাছ ধরবে। সোনালি-রুপালি রঙের মাছ। ছোট ছোট কালো টান টান দাগ থাকবে মাছগুলোর গায়ে।

সেদিন স্কুল থেকে ফিরে দুধ-রুটি খেয়ে মাঠে খেলতে যাওয়ার আগে নিজের পড়ার টেবিলের সামনের জানালা দিয়ে তাকাতেই দেখতে পায় কালো বেড়ালটা বুনো ঝোপের ওপরে বসে আছে। সরাসরি নিটুর দিকে তাকিয়ে আছে। ওর চোখ জোড়া টকটকে লাল। চোখের মণি নেই, কিন্তু চোখভরা কমলা রঙের আলো আছে। ওই আলো দিয়ে ও শুধু শরীর দেখতে পায় না, শরীরের ভেতর-টেতর সবকিছু দেখতে পায়। নিটু বেশ মজা পায়। হাততালি দিয়ে হাসতে হাসতে বলে, দাঁড়াও আমি আসছি।

কুলসুম ওর পড়ার টেবিলটা গোছাতে গোছাতে বলে, একা একটা হাসছিস যে? অ্যাই ছেলে কি হয়েছে তোর।

দেখো বেড়ালটা সোজা আকাশ থেকে নেমে এসেছে। ওর পিপাসা পেয়েছে, খিদেও।

কুলসুম ওর মাথাটা ঝাঁকিয়ে দিয়ে বলে, কি বলছিস আবোল-তাবোল। জ্বর আসেনি তো? নাহ্, গা'তো ঠান্ডাই আছে।

মা, কাল থেকে তোমাকে আমি কুলসুম বলে ডাকবো।

শোনো ছেলের কথা-।

বাবাতো তোমাকে কুলসুম বলে ডাকে। বাবা না থাকলে এ বাড়িতে আর কেউ তোমাকে কুলসুম ডাকবে না।

কুলসুম ছেলের মুখের দিকে হ্যাঁ করে তাকিয়ে থাকে। তারপর ওর মাথাটা বুকে জড়িয়ে ধরে বলে, এ বাড়িতে তোর বাবা কেন থাকবে না? কোথায় যাবে?

অন্য কোনো দেশে, কিংবা দূরে কোথাও, আমি ঠিক জানি না। যাই খেলে আসি।

ও মায়ের হাত ছাড়িয়ে এক ছুটে বাইরে এসে দাঁড়ায়।

বেড়ালটা ম্যাঁও করে লাফ দিয়ে নিচে নামে। ওর গলার ঘড়ঘড়ে ম্যাঁও শব্দ শুনে চমকে ওঠে নিটু। হাত বাড়ায় কিছু একটা ধরার জন্য, কিন্তু ধরতে পারে না। ওর ভীষণ ভয় করে। ওর পা বুঝি সিঁড়ির সঙ্গে আটকে যায়। ওর মনে হয় ও পা বাড়ালে সিঁড়িসহ পা নিয়ে ও বাগানে নেমে আসে। সামনে কলোনির রাস্তা। বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক এলাকা। আশেপাশের বাসা থেকে ছেলেমেয়েরা খেলতে নেমেছে। ওদের কেউ কেউ চিৎকার করে ওকে ডাকছে, নিটু-। ও চারদিকে তাকায়। কেউ কোথাও নেই। মাঠ জুড়ে শত শত কালো বেড়াল। লাফাচ্ছে, দৌড়াচ্ছে, গাছে উঠছে, দোলনায় দুলছে। বাহ্, বেশ মজা তো। নিটু খুশি হয়ে ওঠে। কথা ছিল আজকের বিকেলটা এমনই হবে।

ওর পায়ের নিচে মরা ঘাস। মরা ঘাসের মাথা লুকিয়ে মুচমুচে হয়ে আসছে। কোথাও ঘাস উঠে লাল মাটি বেরিয়ে আছে। নিটু দু'হাত বাড়িয়ে ডাকে, আয় আয় মিঁউ।

শুনতে পায় ওর পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে বেড়ালটা বলছে, এইতো আমি। আমাকে দেখতে পাচ্ছিস না। এমন কমলা রঙের আলোয়ই তো আমাকে দেখা যায়। তুই কেমন আছিস রে নিটু?

নিটু তো বেড়াল দেখে লাফিয়ে উঠে বলে, ওমা, তুই আমাদের সেই কালোমানিক? তুই না মরে গিয়েছিলি? কি যেন একটা অসুখ হয়েছিল? মা তোকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গিয়েছিল। বাটিভরা দুধ দিয়েছিল। তুই পা দিয়ে বাটি উল্টে দিয়েছিলি। দু'দিন কিছু খেলি না। পড়ে থাকলি মরার মতো। তার পরদিন সকাল বেলা দেখলাম তুই বাগানে উল্টে পড়ে আছিস। তোর চোখে কমলা রঙের আলো। তোর চারপাশে পিঁপড়ে ভরে আছে। হাজার হাজার লাল-কালো পিঁপড়ে। আমাদের হাবুই তো প্রথমে তোকে দেখতে পেয়ে চেঁচামেচি করে সবাইকে ডাকলো। আমি তো ছুটে এসে তোকে দেখে আমার বুক ফেটে গেলো।

কালো বেড়াল হাসতে হাসতে বলে, তুই ভেউ ভেউ করে কেঁদেছিলি। তোর কান্না দেখে আমি খুব মজা পেয়েছিলাম। তুই যে আমাকে কত ভালোবাসিস তাতো আমি জানতাম। কিন্তু এমন করে কাঁদবি তা ভাবিনি।

কালোমানিক তুই এখন কোথায় থাকিস?

যখন যেখানে ইচ্ছে হয় সেখানে।

তোর কোথায় থাকতে ইচ্ছে হয়?

যেমন ধর কখনো কমলা রঙের মেঘের মধ্যে থাকি। কখনো নদীর একদম নিচে মাছেদের সঙ্গে। ওখানে রঙিন নুড়ি পাথর দিয়ে নিজের জন্য একটা ঘর বানিয়েছি।

ইস, কি মজা! নিটু হাততালি দিয়ে ওঠে। আমারও তোর সঙ্গে থাকতে ইচ্ছা করছে কালোমানিক। তুই আর কোথায় থাকিস?

কালোমানিক একমুহূর্ত চিন্তা করে। পা

দিয়ে নাক চুলকায়। ওর মণিহীন চোখের তারায় শিউলি ফুল দেখতে পায় নিটু। ও তখন উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে, আমি জানি তুই কোথায় থাকিস।

বলতো কোথায়?

যখন শিউলি ফুল ফোটে তখন শিউলি গাছে থাকিস। শিউলি ফুল বিছিয়ে বিছানা বানাস। পাতা দিয়ে গায়ের চাদর। বালিশ বানাস কি দিয়ে রে?

বলতে পারলি না তো?

কালো বেড়াল দুষ্টুমির হাসি হাসে।

বল না তোর বালিশের কথা?

কালো বেড়াল বুক টান করে বলে, আমার বালিশ হয় শরৎকালের সাদা মেঘ।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, যে সাদা মেঘগুলো আকাশে উড়তে দেখি সেগুলো তো?

হ্যাঁ, সেগুলো। আমার যেটা ইচ্ছা সেটাকেই ফুটো করে ধরে আনি। পেঁজো তুলোয় মাথা রাখলে আমার চারদিকে শিউলি ফুলের গন্ধে ভরে যায়। আমি পেঁজো তুলোর ভেতরে মাথা ডুবিয়ে রাতের আকাশ দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে পড়ি।

তুই আর কোথায় থাকিস কালোমানিক? সবচেয়ে বেশি ভালোলাগে কোথায় থাকতে?

চাঁদের বুড়ির কাছে। আমি বুড়ির চরকার রেশমি সুতো নাটাইয়ে পেঁচিয়ে দেই। বুড়ি আমাকে ইলিশ মাছ খেতে দেয়। ভাজা ইলিশ মাছ খেতে ভীষণ মজা।

মাও আমাকে ভাজা ইলিশ মাছ খেতে দেয়। আমারও খুব ভালো লাগে। তবে চাঁদের বুড়ির ভাজা মাছ বোধহয় বেশি মজা নারে?

হ্যাঁ, অনেক বেশি মজা। এ বাড়িতে থাকতে আমিও তো মাঝে মাঝে চুরি করে ভাজা ইলিশ খেয়েছি। কিন্তু চাঁদের বুড়ির মতো ফ্যানটাসটিক না। তোরা পৃথিবীতে বসে এমন জিনিস পাবি না। চাঁদের বুড়ি আমাকে শিশিরের শরবত খেতে দেয়।

তুই আর আমার মন খারাপ করে দিস না কালোমানিক।

ঠিক আছে আর এসব কথা বলবো না।

এখন বল, তুই কেন এসেছিস?

তোকে দেখতে। কদিন ধরে তোর কথা খুব মনে হচ্ছে।

তুই আমাকে খুব ভালোবাসিস না?

খুউব ভালোবাসি রে নিটু। তোর সঙ্গে